প্রথম আলো

তারিখ 21 MAY 2014
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ব্যবসায়ীকে অপহরণ

# ছাত্রলীগের চার নেতা কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●**

এক ব্যবসায়ীকে অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগের চার নেতা-কর্মীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বিধির ৫(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ীকে অপহরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

বহিষ্কৃত ছাত্ররা হলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের (স্নাতকোত্তর) ছাত্র ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-ক্রীড়া সম্পাদক সৃজন ঘোষ, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের (স্নাতকোত্তর) ছাত্র ও ছাত্রলীগের জগন্নাথ হল কমিটির সহসভাপতি অনুপম চন্দ্র, ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগের মুহসীন হল কমিটির ছাত্রবৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং একই হলের ছাত্রলীগের কর্মী ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিমেল। তাঁদের মধ্যে সৃজন ও অনুপম জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র। তাঁদের হল থেকেও সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, 'অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই শিক্ষার্থীদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে আগেও ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মৌখিক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় এর আগে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।'

গত বৃহস্পতিবার রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চ এলাকা থেকে ফরহাদ ইসলাম নামের মুঠোফোনে টাকা ভরার (রিচার্জ) এক ব্যবসায়ী অপহৃত হন। এরপর শুক্রবার দুপুরে মুক্তিপণ দেওয়ার ফাঁদ পেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) থেকে ওই চারজনসহ সাতজনকে আটক এবং ব্যবসায়ী ফরহাদকে উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন ছাত্রলীগের নেতা, দুজন কর্মী ও আরফান পাটোয়ারী নামের এক ব্যক্তি রয়েছেন। পরে তাঁদের মধ্যে এক নেতাকে পুলিশ ছেড়ে দেয়, অন্যদের অপহরণ মামলায় গ্রেপ্তার করে।

**জগন্নাথ হলে তল্লাশি:** এদিকে শনিবার রাতে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অসীম সরকারের নেতৃত্বে আবাসিক শিক্ষকদের ১৫ সদস্যের একটি দল হলে তল্লাশি চালায়। এ সময় অপহৃত ব্যবসায়ী ফরহাদ ইসলামকে যে কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল (গোবিন্দ চন্দ্র দেব ভবনের ১৭ নম্বর কক্ষ), তা সিলগালা করা হয়।

হলের একাধিক আবাসিক শিক্ষক জানান, অভিযানের সময় ৫০টি কক্ষ থেকে অন্তত ৮০ জন বহিরাগতকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যাঁদের গত বছরের ৩০ জুলাই রাতে তল্লাশি করে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক অসীম সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে হলে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় আটক ব্যক্তিদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।